Medieval Europe

:: Viking Invasion::

ডেনমার্ক , নরওয়ে , সুইডেন এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ার এইসব দেশ থেকে আগত বিধর্মী বর্বর জার্মানদের সমকালীন মানুষ নাম দিয়েছিলেন ভাইকিং বা জলদস্যু । সুতরাং প্রায় 400 বছর আগে যারা পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের উপর ঝাপিয়ে পড়েছিল রক্তের সম্পর্কে তাদেরই আত্মীয় ছিল এই নবাগত জলদস্যু । এই অর্থে তাদের আক্রমনকে জার্মান জাতিসমূহের অভিপ্রয়াণের অংশ বলে কেউ কেউ মনে করেছেন । কিন্তু পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পক্ষে বর্বর আক্রমণের সঙ্গে নবম শতকের ভাইকিং অভিযানের মৌলিক পার্থক্য একাধিক । ভাইকিং অভিযান কোনো গোষ্ঠী বা দলের অভিপ্রয়াণ ছিল না । মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপের মানুষ তাদের অসংখ্য মনে করলেও দলে তারা তিন - চারশো জনের বেশি ছিল না ।

সবথেকে বড় যে ভাইকিং বাহিনীর নবম শতকের ইংল্যান্ড অতিক্রম করেছিল তাতেও এক হাজারের কম জলদস্যু অংশ নিয়েছিল । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলি ছিল সামুদ্রিক অভিযান । তাছাড়া পূর্বপুরুষদের মত ভাইকিংরা বাসযোগ্য ভূমির আকর্ষণেই এই দুঃসাহসিক অভিযান গুলি সংগঠিত করেনি । বাণিজ্য বিশেষত দাসব্যবসা তাদের ভীষণভাবে প্রলুব্ধ করেছিল । লুন্ঠনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সাফল্য অর্জনও তাদের লক্ষ্য ছিল একথা বললে ভুল হবে না ।

একাদশ শতাব্দীর পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে তখনকার মানুষের পরিচিত সর্বত্র - উত্তরে ফ্রিসিয়া বাল্টিক সাগর থেকে দক্ষিণে ইতালি , পূর্বে কনস্টান্টিনোপল আরো দূর উত্তরে আইসল্যান্ড গ্রিনল্যান্ড এমনকি আমেরিকা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে ছিল তাদের অনায়াসে যাতায়াত । প্রচন্ড বেগবান , বিচিত্র দর্শন জাহাজগুলি নিয়ে তারা সমুদ্র উপকূলে নদীর তীরবর্তী ভূখণ্ডে সন্ত্রাসের রাজত্ব শুরু করেছিল । সমুদ্র বক্ষে রণতরীর সাহায্যে পরে ভূভাগে অবতরণের পর দ্রুতগামী অশ্ববাহিত হয়ে হত্যা , লুন্ঠন , অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংসের যে ভয়াবহ লীলায় তারা লিপ্ত হয়েছিল তার প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে কেউ করে উঠতে পারেনি ।

ইতিহাসের অনেক ঘটনার মতই ভাইকিং আক্রমণের কারণ দূর্জেয় হয় রয়ে গেছে । সম্ভবত অনুদার , বৈরী ও প্রকৃতিই তাদের বাধ্য করেছিল জীবিকার জন্য সমুদ্রের উপর নির্ভর করে । বীচ ও ওক্ বৃক্ষভরা ডেনমার্কের অরণ্যানীতে , বিস্তীর্ণ জলাভূমি পাথুরে ভাঙ্গা ও খাড়া পাহাড়ের দেশ সুইডেন ও নরওয়েতে জীবনধারণের কঠোরতা ভাইকিংদের দুর্দান্ত যুদ্ধপ্রিয় একটি জাতিতে পরিণত করেছিল । উন্মুক্ত ভিশন সমুদ্রের কোলে থেকেই তারা অনায়াসে সমুদ্রযাত্রায় এবং জাহাজ তৈরির বিদায় পারদর্শী হয়ে উঠেছিল । জলদস্যুর বৃত্তিকেও তারা অতি স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করেছিল । কারণে অকারণে হত্যায় তাদের অরুচি ছিল না । দুঃসাহসিকতা , নির্মমতা , নিষ্ঠুরতা , পাশবিকতা মিশে গিয়েছিল তাদের রক্তে । কিন্তু এই সুদীর্ঘ কালব্যাপী অভিযান পরিচালনার জন্য প্রচুর লোক বল প্রয়োজন ছিল , জনস্ফীতি বা স্বদেশে অন্যের অনটন যুক্তি প্রদর্শন করে তার যথাযথ ব্যাখ্যা করা যায় না ।

দুর্জয় সাহস , প্রবল আত্মবিশ্বাস , এবং অবশ্যই আক্রান্ত দেশগুলির আত্মরক্ষা ও প্রতিরোধে শোচনীয় ব্যর্থতা ভাইকিংদের নিরবচ্ছিন্ন এবং বিস্ময়কর সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিল একথা বললে অত্যুক্তি হয় না । নরস গাঁথা গুলিতে বিধৃত হয়ে আছে এক বিচিত্র জীবন দর্শন যা হয়ত তাদের আরো ভয়ঙ্কর এবং অজেয় করে তুলেছিল । অনিত্য এই জীবন যে একেবারে নিয়তির অধীন আর নিয়তি উত্তর সাগরের মত ক্রুর , মেরু অঞ্চলের আকাশের মতোই ভয়াবহ - এই ছিল তাদের পুরাণ কাহিনী গুলির সারমর্ম । যুদ্ধ , লুন্ঠন , সুরা

,নারী ও নৃত্যগীত অর্থাৎ ক্ষণিকের উত্তেজনার খোরাক যা থেকে পাওয়া যায় তাকেই আঁকড়ে ধরতে চাইতো তারা ।

তাছাড়া তাদের গাধা গুলির শিক্ষা ছিল কাপুরুষরাই শত্রুকে তাড়িয়ে মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে চায় । কিন্তু শত্রু নিক্ষিপ্ত বললাম থেকে গা বাঁচাতে পারলেও জরা এসে মানুষকে ভূতলশায়ী করবেই । সুতরাং নিমেষের জন্যও পথে অথবা প্রান্তরে অস্ত্র ত্যাগ করো না কেন না কেউই জানেনা কখন তার দরকার হবে । আরো উপদেশ ছিল কোন অবস্থাতেই বিক্ষিপ্ত চিত্র না অভিজ্ঞতা অর্জন করো , যুদ্ধের জন্য নিয়ত প্রস্তুত থাকো এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার আগে কর্মচঞ্চল এবং উল্লসিত জীবন যাপন করো ।

2

ভাইকিং অভিযানের ব্যস্ততম অধ্যায়ে ইউরোপের উত্তর-দক্ষিণ , পূর্ব-পশ্চিম কোন স্থানই তাদের কাছে অগম্য ছিল না । এই অধ্যায়ে বিশেষ করে চারটি অঞ্চলে তাদের কার্যকলাপ বিশেষভাবে স্মরণীয় - পূর্বে রুশ অঞ্চলে গল বা পশ্চিম ফ্রান্সিয়াতে , ইংল্যান্ডে এবং উত্তর আটলান্টিক অঞ্চলে । বলা যায় যে সুইডেন থেকে আগত ভাইকিং শাখাগুলির অভিযান রুশ দেশ সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ । নবম শতাব্দীতে বাল্টিক সাগর থেকে নীপার ভলগা নদীর মধ্য দিয়ে প্রধানত বাণিজ্যের জন্য তারা ক্যাস্পিয়ান ও কৃষ্ণসাগরে যাতায়াত করেছে এবং কনস্টান্টিনোপল ও প্রাচ্যের মুসলমান সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছে । পথে লুন্ঠন ছাড়াও বাণিজ্য বৃদ্ধির সদিচ্ছাও ছিল দুর্বিনীত এই জলদস্যুদের ।

আরব দেশ গুলি এবং বাইজানসিয়ামের অধিবাসীদের কিছু কিছু রচনায় এইসব অবাঞ্ছিত অতিথিদের বর্ণনা আছে । এই সব লেখকদের রচনায় ভাইকিংদের দেহসৌষ্ঠব ছাড়াও তাদের অসম সাহসিকতা ও রণকৌশল ও তার পরিচয় পাওয়া যায় । কনস্টান্টিনোপল থেকে রাশিয়ার উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র এদের ছিল অবাধ গতি পূর্ব রোমান সম্রাটের রক্ষী বাহিনী গড়ে উঠেছিল এদেরই একটি শাখা দভেগারডে বসতি স্থাপন করেছিল । কেউ আরো দক্ষিনে নিপার নদীর পথ ধরে গিয়ে পৌঁছেছিল কিয়েভে । কাল ক্রমে এই নগন্য শহরটি কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে রাশিয়া যে নাম উত্তর থেকে আসা ভাইকিংদের স্মৃতি বহন করে । কিভাবে এবং কোন সময়ের মধ্যে রুশ বা ভাইকিংরা স্থানীয় স্লাভদের সঙ্গে মিলে মিশে গিয়েছিল এবং গ্রিক , খ্রিষ্টান ধর্ম ও বাইজেন্টাইন সভ্যতার প্রভাবে আদিম সত্তা পরিত্যাগ করে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল তা আজও অনুমান ও অনুসন্ধানের স্তরে ।

পশ্চিম ইউরোপের ভাইকিং আক্রমণের প্রকোপ এসে পড়ে অষ্টম শতকের শেষদিকে এবং গল বা পশ্চিম ফ্রাঙ্ক রাজ্যেই তা ভীষণ রূপ দেয় । 787 খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের দক্ষিণ প্রান্তে এবং 797 খ্রিস্টাব্দে লিনডিসফার্নে হানা দেয় এই নির্মম জলদস্যু বাহিনী । 800 খ্রিস্টাব্দে উৎকন্ঠিত সম্রাট শার্লামেন সেইন ও ল্যয়র নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের রক্ষা ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন । 834 খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই আয়ারল্যান্ডের অধিকাংশই তাদের কবলিত হয় , লোপ পেয়ে যায় সেখানকার প্রাচীন সভ্যতা , আর এই আয়ারল্যান্ডের ঘাঁটি থেকেই ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে এবং ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ভাইকিংরা অনায়াসে হানা দিতে থাকে ।

নবম শতাব্দীতে গল (ফ্রান্স) তাদের অবিরাম এবং ভয়ঙ্কর আক্রমণে জর্জরিত হতে থাকে । এই দুর্মুদ জলদস্যুরা 835 খ্রিস্টাব্দে ল্যয়র নদীর মুখে নোয়ারমতিরে - র বাণিজ্য কেন্দ্র ও মঠগুলো লুন্ঠন করে । একের পর এক আক্রান্ত এবং বিধ্বস্ত হয় রুয়েন , রী , ইনট্রেকট , অ্যান্টওয়াপ এবং নান্ত । 845 খ্রিস্টাব্দে সেইন নদীর দুই তীর আতঙ্কিত করে একশ কুড়িটি ভাইকিং রণতরী প্যারিসে পৌঁছায় । এই অঞ্চলে তাদের লুন্ঠন ও হত্যাকাণ্ড অবাধে চলে । পথে যাকে পেয়েছে তাকেই হত্যা করেছে , গির্জায় যাজকদের , উপাসনারত

নর-নারী কাউকেই রেহাই দেয়নি , পরিবারের পর পরিবার নিশ্চিহ্ন করেছে অমানুষিক নির্মমতায় । রাত্রির অন্ধকার না নেমে আসা পর্যন্ত তাদের হত্যা , লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ থামেনি । তারপর লুণ্ঠিত ধনরত্ন জাহাজ বোঝায় করে শত শত বন্দি নর-নারী নিয়ে নতুন কোনও স্থানের উদ্দেশে যাত্রা করেছে তারা ।

পরবর্তী 30 বছর ধরে রাইন , ম্যেজ , শেল্ট , স্যেম , সাইন , মারন্য প্রভৃতি নদ নদী গুলিকে আতঙ্কে শিহরিত করে তীব্র গতিতে তারা দুপাশে গ্রাম জনপদ ও বন্দর গুলি আক্রমণ করে শ্মশানে পরিণত করে দিয়েছিল । 895 থেকে 862 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করে এক ভাইকিং দস্যুদল মরক্কোর নেকার লুণ্ঠন করে এসেছিল । শীতকাল রোন্য উপত্যকায় কাটিয়ে তারা ইতালির পিনা এবং লুনা ধ্বংস করে ।

866 খ্রিস্টাব্দে ভাইকিং দের একটি প্রধান শাখা - কোন কোন ঐতিহাসিক ডাকে ডেনিস গ্রেট আর্মি বলেছেন - " England invaded with great might and occupied East Anglia, Nordambria and Marcia with incredible speed ". কিন্তু এডিংটনের যুদ্ধে (778 খ্রিস্টাব্দ) রাজা আলফ্রেড এর নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ ওয়েচট সেকশন দের কাছে প্রতিহত হয়ে তারা আবার ধাবিত হলো ইউরোপীয় মূল ভূখণ্ডের দিকে । পরপর আক্রান্ত লুণ্ঠিত হলো ফেলট , স্যাক্সনি কোর্টরেই এবং এলশ্লো । আখেনে তারা অনাসে লুঠ করল সম্রাট শার্লামেনের প্রসাদ ।

সমসাময়িক লেখক এরমেন্টেরিয়াস লিখেছেন যে এই সর্বনাশ এর হাত থেকে পরিত্রাণের কোন আশা নেই । প্রতিবছর অবস্থা স্ফীততর হয়ে উঠেছে ওদের জাহাজের সংখ্যা মনে হয় প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে , স্ফীততর হয়ে উঠেছে ভাইকিং জলদস্যু বাহিনী সামনের সমস্ত কিছু বাধা বিপত্তিকে খড়কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে অবাধে দুর্বার গতিতে তারা হত্যা লুণ্ঠন ও অমানুষিক অত্যাচারের চিহ্ন রেখে যায় পথের দু'পাশে । কেউই তাদের প্রতিরোধ করতে পারে না । বোরদা , তুলুস , তুর , অলিয় প্রভৃতি সমৃদ্ধ জনপদ পুড়িয়ে ছারখার করে জনহীন মরুভূমিতে পরিণত করেছে তারা । সমস্ত সেইন নদী জুড়ে তাদের ব্যস্ততার আসা-যাওয়া আর নদী দুধারে বিধ্বস্ত , লুণ্ঠিত , অগ্নিদগ্ধ জনপদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান ।

ভাইকিং সন্ত্রাসের ক্ষেত্র আরো বিস্তৃত হলো আমিয়া , কোদে এবং লুভে তে শ্মশানের স্তব্ধতা ছড়িয়ে দিয়ে 885 থেকে 886 খ্রিস্টাব্দে তারা অবরোধ করল প্যারিস । ভীষন দর্শন 700 জাহাজ আর ভীষণতর ভাইকিং দস্যু দলের উপস্থিতিতে পশ্চিম ফ্রান্সিয়ার প্রজাপুঞ্জ ভয় বিহ্বল হয়ে সর্বনাশের প্রতীক্ষা করতে লাগল । রাজা চার্লস দ্য ফ্যাট 700 পাউন্ড রূপো আর বার্গান্ডি লুন্ঠনের অনুমতি দিয়ে সাময়িকভাবে তাদের নিবৃত্ত করলেন । 891 খ্রিস্টাব্দে লুব্ধ জলদস্যুর দল আবার সংহার মূর্তিতে হানা দিল নেদারল্যান্ডে ।

3

এবার কিন্তু পূর্ব ফ্রাঙ্ক রাজ্যের আনুলফ এর হাতে পরা যায় ঘটলো ভাইকিংদের । অবশ্য ইতিমধ্যেই ভাইকিং আক্রমণের প্রচণ্ডতা কমে এসেছিল এবং নিম্ন সেইন উপত্যকায় তাদের অনেকে বসতি স্থাপনও শুরু করেছিল । 911 খ্রিস্টাব্দে সরকারিভাবে ডাচি অব দ্য নর্থম্যান তাদের নেতা রোল্লোর হাতে তুলে দেওয়া হল এবং ফ্রান্সের নতুন একটি প্রদেশে নর্মান্ডি জন্ম লাভ করল । ফ্রান্সের পরম সৌভাগ্য যে প্রতিষ্ঠার দেড়শ বছরের মধ্যে নবগঠিত এই প্রদেশ ফরাসি রাজশক্তির সহায়-সম্বল এর একটি প্রধান উৎস পরিণত হয়েছিল এবং নর্মান্ডির নর্সমেন প্রজাদের সহায়তায় বিজিত হয়েছিল দক্ষিণ ইতালি , সিসিলি , আন্টিয়োক এবং ইংল্যান্ডের বেশ কিছু অংশ ।

ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ থেকে ভাইকিংরা অকুতোভয়ে অতলস্পর্শী আটলান্টিক পাড়ি দেয় । দুঃসাহসিকতা দৃঢ়তা এবং অজানা কে অবহেলায় জয় করার দৃষ্টান্ত হিসেবে এই পর্বে তাদের কার্যকলাপ বোধহয় সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক । দীর্ঘপথের সব বিঘ্ন কাটিয়ে ভাইকিংদের মজবুত জাহাজগুলি ফ্যারোয়েস পৌঁছায় ৪০০ খ্রিস্টাব্দের কোন এক সময়ে । প্রকৃতির সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করে সেখানে ভাইকিংরা প্রতিষ্ঠা করে তাদের উপনিবেশ । কিন্তু এখানে আবদ্ধ হয়ে থাকল না এই অশান্ত অভিযাত্রীর দল । আরো দূরে অজ্ঞাত সমুদ্রপথের সহস্র বিপত্তি হেলায় তুচ্ছ করে কঠিন হাতে দাঁড় বেয়ে এবং শুধু দুঃসাহস ও দুর্মর আশা অবলম্বন করে ৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে তারা পৌঁছাল গ্রিনল্যান্ডে ।

তাদের সর্বশেষ এবং সবচেয়ে সাড়া জাগানো অভিযানের ফলে কলম্বাসের অতি প্রশংসিত আবিষ্কারের প্রায় পাঁচশো বছর পথচিহ্ন অজানা সমুদ্রপথে তারা উপনীত হয় উত্তর আমেরিকার কূলে । নর্স গাঁথায় অভিনন্দিত এই কীর্তির সমর্থন পাওয়া যায় কানাডায় প্রাপ্ত কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং অতি পুরানো কয়েকটি মানচিত্র থেকে । যেখানে তারা নেমেছিল এবং সর্বকালের জন্য বাস করেছিল তার নাম দিয়েছিল মার্কল্যান্ড ও ভিনল্যান্ড । ঐতিহাসিক এলান ব্রাউন এর মতে এই জায়গা দুটো ছিল ল্যাব্রেডর ও নিউফাউন্ডল্যান্ড । কিন্তু সংখ্যাল্পতা , স্থানীয় বাসিন্দা দের প্রচন্ড শত্রুতা এবং ইউরোপের ঘাঁটি গুলি থেকে তাদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতার ফলে বছর কুড়ির মধ্যেই তারা আমেরিকা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয় ।

কিন্তু ফিরে এলে ও ভাইকিংরা ভুলে যায়নি অতি দূরের এই দেশটিকে যেখানে তারা ক্ষণিকের অতিথি হয়ে গিয়েছিল । যোগাযোগ ও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়নি । ঘৃণ্য অভিশপ্ত এক জলদস্যু দলের নেতা জার্নি হারজলফসন এবং লেইফ এরিকসনের যাত্রাপথের খুন হয়ে যাওয়া স্মৃতি সম্বল করে এবং পরবর্তী কালের জন্ ক্যারোট ও ক্রিস্টোফার কলম্বাসের আবিষ্কৃত পথে নতুন পৃথিবীর' সন্ধান পেয়েছে পুরানো পৃথিবীর মানুষ ।

অনুমান করা কঠিন নয় যে স্যারাসেন , ম্যাগিয়ার এবং ভাইকিং আক্রমণের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ত্রিধা-বিভক্ত ক্যারোলিঞ্জীয় সাম্রাজ্য । ৪৪3 খ্রী: Verdun -এ যখন সম্রাট শার্লামেন এর বংশধররা সাম্রাজ্য ভাগ বাটোয়ারায় ব্যস্ত , ভাইকিং তাণ্ডব তখন ভীষণতম রূপ নিয়েছে । তাদের নির্মম পীড়ণে ফ্রান্স তখন আর্ত । আর জার্মানি সন্ত্রস্ত অশ্ববাহিত ম্যাগিয়ার দস্যুদলের নির্বাধ লুন্ঠনে । কিন্তু অন্তঘাতি যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় শত্রুতাড়ন শার্লামেনের অযোগ্য বংশধরেরা এই দুর্দম , নিশংস ও লুন্ঠন লব্ধ দস্যুদলের প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেননি । তারা যা করেছিলেন বিপদের সময়ে কাপুরুষেরা তাই করে থাকেন - উৎকোচ দিয়ে দস্যু দলকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা অথবা সত্বর সমুদ্রতীরবর্তী এবং নদী কুল সন্নিহিত স্থান পরিত্যাগ করে নিরাপদ কোন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ ।

রাজপুরুষদের এই দৃষ্টান্ত মঠাধ্যক্ষ ও যাজক সম্প্রদায় সাগ্রহে অনুসরণ করেছিলেন , কেননা তাদের সম্পত্তির উপরই দস্যু দলের লোভ ছিল বেশি । সেন্ট ক্যাথহাট , সেন্ট এডমন্ড , ল্যয়র নদীর মুখে নোয়ারমতিরে এবং ফিলিবার্টের মঠাধ্যক্ষ গন বাধ্য হয়েছিলেন স্থান পরিত্যাগ করতে । কিন্তু পালিয়ে গিয়ে নিস্তার পাননি অনেকে । পশ্চাদ্ধাবন করে তাদের যথাসর্বস্ব লুট করেছে বিধর্মীরা । পিছনে ফেলে আসা সম্পত্তি তো সর্বক্ষেত্রে লুন্ঠিত এবং অগ্নিদগ্ধ হয়েছে । নিরাপদ স্থান বলে তখন হয়তো মধ্যযুগের ইউরোপের বেশিরভাগ অংশে কিছুই ছিল না ।